গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dam.gov.bd

অফিস আদেশ

নথি নং- ১২.০২.০০০০.০১৯.০৬.০০১.১২-৫৬৪ তারিখঃ ১৫/১০/২০২০ খ্রিঃ।

অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক গত ০৭-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে বিভিন্ন পর্যায়ে আলুর মূল্য নির্ধারণপূর্বক মাঠ পর্যাযে যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত) তার বাস্তবায়ন বিষয়ে জেলা বাজার কর্মকর্তা/জেলা প্রশাসকদের সংঙ্গে আলাপ করে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রতিদিন বিকাল ৪ ঘটিকার মধ্যে বিস্তারিত জানানোর জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করা হলোঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	দায়িত্ব প্রাপ্ত বিভাগ	মন্তব্য
০১।	জনাব মোঃ দীন ইসলাম, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ	
০২।	বেগম শাহনাজ বেগম নীনা, উপ-পরিচালক (পিপি) (উপ-সচিব)	রাজশাহী বিভাগ	
০৩।	জনাব ইকবাল হোসেন চাকলাদার, উপ-পরিচালক (আরইটিসি)	ঢাকা ও খুলনা বিভাগ	
০৪।	জনাব দেওয়ান আসরাফুল হোসেন, উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ)	রংপুর বিভাগ	

(মোহাম্মদ ইউসুফ)
মহাপরিচালক
e-mail: dg@dam.gov.bd

বিতরণঃসদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)-

০১। জনাব মোঃ দীন ইসলাম, পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
০২। বেগম শাহনাজ বেগম নীনা, উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
০৩। জনাব ইকবাল হোসেন চাকলাদার, উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
০৪। জনাব দেওয়ান আসরাফুল হোসেন, উপ-পরিচালক(বাঃ সঃ), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
০৫। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dam.gov.bd

নথি নং- ১২.০২.০০০০.০১৯.০৬.০০১.১২-৫৪৪ তারিখঃ ০৭/১০/২০২০ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ আলুর কোল্ড ষ্টোরেজ পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে গত আলুর মৌসুমে প্রায় ১.০৯ কোটি মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয়েছে। দেশে মোট আলুর চাহিদা প্রায় ৭৭.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এতে দেখা যায় যে, গত বছর উৎপাদিত মোট আলু হতে প্রায় ৩১.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উদ্বৃত্ত থাকে। কিছু পরিমাণ আলু রপ্তানী হলেও ঘাটতির সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীন। আলুর মৌসুমে যখন হিসাগারে আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে তখন প্রতি কেজি আলুর মূল্য ছিল সর্বোচ্চ ১৪/- টাকা। প্রতি কেজি আলুতে হিমাগার ভাড়া বাবদ ৩.৬৬ টাকা, বাছাই খরচ ০.৪৬ টাকা, ওয়েট লস ০.৮৮ টাকা, মূলধনের সুদ ও অন্যান্য খরচ বাবদ ২.০০ টাকা ব্যয় হয়। অর্থ্যাৎ এক কেজি আলু কোল্ড ষ্টোরেজ পর্যায়ে সর্বোচ্চ ২১.০০ টাকা খরচ পড়ে। সংরক্ষিত আলুর কোল্ড ষ্টোরেজ পর্যায়ে বিক্রয় মূল্যের উপর সাধারণত ২-৫% লভ্যাংশ, পাইকারী পর্যায়ে ৪-৫%, এবং খুচরা পর্যায়ে ১০-১৫% লভ্যাংশ সংযোজন করতঃ ভোক্তার নিকট আলু বিক্রয় করা যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে হিমাগার পর্যায় থেকে প্রতি কেজি আলু ২৩/- টাকা মূল্যে বিক্রয় করলে আলু সংরক্ষণকারীর ২.০০ টাকা মুনাফা হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে আড়ৎদারী, খাজনা ও লেবার খরচ বাবদ .৭৬ পয়সা খরচ হয়। সেমতে পাইকারী মূল্য (আড়ৎ পর্যায়ে) (২৩+০.৭৬) = ২৩.৭৬/- টাকার সাথে মুনাফা যোগ করে সর্বোচ্চ ২৫/- টাকা দেয়া যেতে পারে। একজন চাষীর প্রতি কেজি আলু উৎপাদনে খরচ হয়েছে ৮.৩২ টাকা। এমতাবস্থায় হিমাগার পর্যায় হতে প্রতি কেজি আলুর মূল্য ২৩/- টাকা, পাইকারী/আড়তের মূল্য ২৫/- টাকা এবং ভোক্তা পর্যায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৩০/- টাকা হওয়া বাঞ্চনীয়। কিন্তু বাজারে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি কেজি আলু খুচরা পর্যায়ে ৩৮-৪২/- টাকায় বিক্রি হচ্ছে যা অযৌক্তিক ও কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই কোল্ড ষ্টোরেজ পর্যায়ে প্রতি কেজি আলু ২৩/- টাকা, পাইকারী পর্যায়ে ২৫/- টাকা এবং ভোক্তা পর্যায়ে ৩০/- টাকা মূল্যে খুচরা ব্যবসায়ীগণ বিক্রয় করবেন।

০২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত মূল্যে কোল্ড ষ্টোরেজ, পাইকারী বিক্রেতা এবং ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা বিক্রেতাসহ ত্রিপক্ষই যাতে করে আলু বিক্রয় করেন এই জন্য কঠোর মরিটরিং ও নজরদারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৭/১০/২০২০
(মোহাম্মদ ইউসুফ)
মহাপরিচালক
e-mail: dg@dam.gov.bd

জেলা প্রশাসক

.....।

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। জেলা বাজার কর্মকর্তা/জেলা বাজার অনুসন্ধানকারি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ...।